গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

'শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৬'

সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে উদ্ভাবনীমূলক গবেষণা প্রকল্পে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের লক্ষে সরকার কর্তৃক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল।

২.০ এই নীতিমালা "শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক গবেষণা প্রকল্পের জন্য আর্থিক অনুদান নীতিমালা-২০১৬" নামে অভিহিত হইবে।

৩.০ আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য উদ্ভাবনীমূলক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবের ক্ষেত্রসমূহ, যা নিম্নরূপ:

(ক) সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে প্রণীত প্রস্তাব;

(খ) শিক্ষার মানোন্নয়ন, যথা: শিক্ষাক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিক্ষা পরিবেশ উন্নয়নকল্পে প্রণীত প্রস্তাব;

(গ) শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে প্রণীত প্রস্তাব; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিষয়।

৪.০ আর্থিক অনুদানের পরিমাণ: শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনী গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০,০০০,০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হইবে।

৫.০ অনুদান প্রদানের বিষয়টি বাছাই, চূড়ান্ত ও মূল্যায়ন অনুমোদনের জন্য নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ থাকিবে:

(ক) বাছাই কমিটিঃ

১.	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (মাদ্‌রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (কলেজ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৭.	যুগ্মসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৮.	যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৯.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একজন সদস্য	সদস্য
১০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
১১.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
১২.	যুগ্মসচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য সচিব

কার্য পরিধিঃ

- ❖ 'বাছাই কমিটি' বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বাছাই ও অর্থায়নের জন্য সুপারিশসহ তালিকা প্রস্তুত করিবে। এই কাজের জন্য বাছাই কমিটি প্রয়োজনে আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবেন এবং প্রয়োজনে আবেদনকারীকে উপস্থাপনা করিতে হইবে।
- ❖ বাছাই কমিটিতে প্রস্তাবনার বিষয়ভিত্তিক কোন বিশেষজ্ঞ না থাকিলে প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(খ) এওয়ার্ড কমিটিঃ

১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য সচিব

কার্য পরিধিঃ

- ❖ এ কমিটি অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী/প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করিবেন।

(গ) মূল্যায়ণ কমিটিঃ

১.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞানী/গবেষক হিসাবে প্রতিথযশা কোন ব্যক্তি	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য

কার্য পরিধিঃ

- ❖ এ কমিটি অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়ন করবেন। ১ম কিস্তিতে প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ব্যয়ের যথার্থতা মূল্যায়ন এবং ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের সুপারিশ করিবেন।

৬.০ অনুদান প্রদান পদ্ধতিঃ

৬.১ প্রতি অর্থ বছরে ০২ (দুই)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (০১টি বাংলা ও ০১টি ইংরেজি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইবে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করিতে হইবে।

৬.২ চূড়ান্ত বিবেচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে চুক্তি করিতে হইবে।

৬.৩ অনুদান অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম হইলে কিংবা কোন প্রকার অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের সম্পূর্ন অর্থ সরকারের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে।

৬.৪ অনুদানের অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি মূল্যায়ন কমিটি, বিভাগের কর্মকর্তা/মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটর করা হইবে এবং পরিবীক্ষণে গৃহীত/চলমান কার্যক্রম সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে এবং/অথবা অনুদানের অর্থ নির্ধারিত অর্থ বছরের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহারে অসমর্থ হইলে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতে হইবে।

৬.৫ প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সমাপনী প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

০৮/১১/১৫
মোঃ সারওয়ার হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার